“হে লোকসকল! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন করো, আহার করাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখো এবং লোকজন যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন রাতের বেলা সালাত পড়ো। শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করো”।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (হিজরত করে মক্কা থেকে) মদীনায় এলেন তখন লোকেরা তাঁর নিকট যেতে লাগলো এবং বলাবলি করতে লাগলোঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন,আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন,(তিনবার)।আমিও লোকজনের সাথে (তাঁকে) দেখতে গেলাম। আমি তাঁর মুখমণ্ডল
উত্তমরূপে দেখার পর বুঝতে পারলাম, এই চেহারা মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। সর্বপ্রথম তাঁর মুখে আমার শোনা কথা এই যে, তিনি বললেনঃ “হে লোকসকল! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন করো, আহার করাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখো এবং লোকজন যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন
রাতের বেলা সালাত পড়ো। শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করো”।
[সহীহ] [এটি তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন।]

যখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এলেন, লোকেরা তাঁকে দেখতে তাঁর দিকে ছুটাছুটি করা আরম্ভ করল। তখন তাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি একজন ইহুদী ছিলেন। তাকে দেখে সে জানতে পারল যে তার চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। কারণ, তার ওপর আলো, সৌন্দর্য এবং আন্তরিক ভয় প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সর্বপ্রথম যে কথাটি শুনেছিলেন, তা হল তিনি মানুষকে এমন কাজ করার জন্য আহ্বান জানালেন যা জান্নাতে প্রবেশ করার উপায় হবে, যার মধ্যে রয়েছে: প্রথমত: সালামের অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়া, প্রকাশ করা এবং যাদের আপনি চেনেন ও যাদের আপনি চেনেন না তাদের সবার মাঝে অধিক প্রচার করা। দ্বিতীয়ত: সাদকাহ, হাদিয়া এবং আতিথেয়তার দ্বারা খাবার খাওয়ানো। তৃতীয়ত: পিতা বা মায়ের পক্ষ থেকে যাদের সাথে আপনি রক্ত বা আত্মীয়তার সাথে সম্পর্কযুক্ত তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা। চতুর্থত: মানুষের ঘুমন্ত অবস্থায় রাতের নফল তাহাজ্জুদ আদায় করা।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/5520